মেহেরপুরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

‘পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স পুলিশসহ অংশীদারি সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটদের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। সংশ্লিষ্ট সবার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। বিচার বিভাগের সব অংশীদারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা সহজ হবে।’

শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ‘পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন-২০২৩’ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মেহেরপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক।

মেহেরপুরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলনে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসান, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটতরিকুল ইসলাম ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন। এ সময় জেলার সর্বশেষ আইন শৃঙ্খলার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলনে পুলিশ সুপার মেহেরপুরের প্রতিনিধি হিসাবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন, সিভল সার্জন’র প্রতিনিধি হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্হ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাশ, ডা.জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার তত্বাবধায়ক মেহেরপুর ২৫০ সয্যা জেনারেল হাসপাতাল, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুরের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেল সুপার, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামসহ গাংনী ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জগন এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের প্রতিনিধি, জেলা ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধি সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩০ কোটি টাকার লিচু বিক্রির সম্ভাবনা

মেহেরপুরে লিচু বাগান জুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলছে গাড় লাল ও গোলাপি রংয়ের লিচু। সুস্বাদু ও রসালো এবং শাঁসে ভরপুর। প্রচন্ড তাপদাহ সহ্য করেও লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে চলতি মৌসুমে লিচু চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা। লিচু আবাদ লাভজনক হওয়ায় চাষে ঝুঁকে পড়া কৃষকরা বলছেন,দেশের বাজারেই নয়,বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি হলে লিচু আবাদে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। তবে রপ্তানিমুখি করতে কৃষি বিভাগকে আন্তরিক হওয়ার দাবী কৃষকদের।

ব্যবসায়ীরা বলছেন মেহেরপুরের লিচুর পরিচয় পেলে পাওয়া যায় বেশি দাম এবং বাড়ে ক্রেতাদের চাহিদা । চলতি মৌসুমে ৩০ থেকে ৩২ কোটি টাকার লিচু উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কুষি বিভাগ।

মেহেরপুর জেলা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য লিচুবাগান। জেলায় এবার ৬৯০ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছে। প্রচন্ড তাপদাহ উপেক্ষা করেও চলতি মৌসুমে প্রায় ৪০০০ মেট্রিকটন লিচু উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে। যা জেলার মানুষের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় কদরে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরের লিচু। বর্তমানে বাগানে বাগানে এবং হাটে বাজােও চলছে লিচু ভাঙ্গা ও বেচা কেনার মহাউৎসব।

আম-কাঁঠালের পাশাপাশি জেলায় লিচুর চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক। ভৌগলিক কারণে মেহেরপুরে আগাম জাতের লিচু চাষ হয়। দাম ভালো থাকায় জেলায় দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে লিচুর চাষ। তবে এবছর তেমন ঝড়ঝাপটা না থাকায় সব গাছেই লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। অতিমাত্রায় তাপপ্রবাহের কারনে অনেক গাছের লিচুর খোঁষা ফেটে শুকিয়ে যাচ্ছে । অনেকেই খোঁষা ফেটে যাওয়া ঠেকাতে লিচু গাছে নিয়মিত সেচ দিচ্ছেন এবং লিচুতে পানি স্প্রে করছেন।

এবছর জেলায় দেশী ও আটি মোজাফ্ফর,বোম্বাই,আতা বোম্বাই ও চাইনা
- ৩ জাতের লিচুর চাষ হয়েছে। বাজারে উঠতে শুরু করেছে মোজাফ্ফর ও বোম্বাই জাতের লিচু। চাইনা -৩ জাতের লিচু বাজারে আসতে আরও দুএক

সপ্তাহ সময় লাগবে।

মেহেররপুর সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া গ্রামের লিচু চাষি আব্দুর রহিম জানান, নিজের ৫ বিঘা জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। পরিবারের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি আত্নীয় স্বজনদের লিচু দিয়ে থাকেন।অবশিষ্ঠ লিচু অন্যান্য বছর পাইকারি বিক্রি করলেও এবছর তিনি নিজেই খুচরা বাজারে বিক্রি করছেন। এক পন (৮০টি) লিচু বিক্রি করছেন ১৬০ টাকা থেকে ১৮০ টাকায়। অর্থাৎ ১০০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ১৬০০ টাকা থেকে ১৮০০ টাকায়।

ভিন্ন দেশে থেকে যেমন বিভিন্ন ফল আমদানি করা হয়,তেমনি ভাবে আমাদের মেহেরপুরের ফল লিচু সরকারি ভাবে বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ তৈরীর দাবী জানান এই বাগান মালিক। ভাল ফলন ও দামে অনেক খুশি বাগান মালিক আব্দুর রহিম।

মেহেরপুর পৌর কলেজ পাড়ার আরেক চাষি মো; উজ্জল হোসেন জানান, তিনবিঘা জমিতে লিচুর বাগান করেছেন। এক সপ্তাহ ধরে তিনি লিচু বিক্রি শুরু করেছেন। লিচু শেষ হলে তিনি লাভ লোকসান ভুঝবেন। তবে তিনি এবছর খরচ বাদ দিয়ে দুই লাখ টাকা লাভের আশা করছেন।

সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া গ্রামের লিচু বাগান মালিক আব্দুল হান্নান জানান, তার তিন বিঘা জমিতে লিচুর বাগান করেছেন। উক্ত বাগানের লিচু পাকা শূরুর আগেই পাইকারি বিক্রি করেছেন। এবছর তিনি আড়াই লাখ টাকার লিচু বিক্রি করেছেন। তিনি আরও জানান, আমাদের মেহেরপুরের আম বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। আমের পাশাপাশি যদি লিচু বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে চাষিরা আরও লাভবান হবে।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের বাগান মালিক গোলাম ফারুক জানান, তিনি দুই বিঘা জমিতে লিচুর বাগান করেছেন। এবছর প্রচুর লিচু হয়েছিল তার বাগানে। তিনি পেশায় একজন সরকারি চাকুরিজীবী তাই খুচরা বিক্রি সম্ভব হয়নি। একরকম বাধ্য হয়েই পাইকারি বিক্রি করতে হয়েছে লিচু। দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন তার লিচু বাগান। সরকারের কাছে তিনি দাবী রেখে জানান, আমাদের দেশের মানুষের কাছে বিদেশি ফলের অনেক কদর রয়েছে। বিদেশ থেকে প্রতি বছর অনেক টাকার ফল আমদানি করা হয়। অথচ আমাদের দেশি ফল লিচু অনেক সু-স্বাদু। বিশেষ করে মেহেরপুরে উৎপাদিত ফল ফলালি দেশের বিভিন্ন জেলায় খ্যাতি অর্জন করেছে। বিদেশেও মেহেরপুরের আমের পাশাপাশি লিচুর খ্যাতি বয়ে আনতে চাই। সেজন্য প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

লিচু সংগ্রহে নিয়োজিত শ্রমিক আব্দুল আজিজ,চাঁদমিয়া ও গোলাম রব্বানি জানান, প্রায় এক মাস ধরে আমরা লিচুর বাগান পরিচর্যা করে আসছি। এখন লিচু সংগহ কাজে নিয়োজিত। প্রতিদিন আমাদের ৬০০ টাকা করে মজুরি দিয়ে থঅকেন বাগান মালিকরা। আমাদের একাজ চলবে আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ত। শুধু আমরাই নয়, জেলার বিভিন্ন লিচু বাগানে কয়েক হাজার শ্রমিকের কর্ম সংস্থান হচ্ছে। আমাদের সাথে অনেকে রয়েছে যারা কলেজে লেখা পড়ার পাশাপাশি লিচুর বাগানে কাজ করে আর্থিক উপার্জনে পরিবারকে সহায়তা করছে।

বরিশাল জেলা থেকে মেহেরপুরে লিচুর পাইকারি ক্রেতা মানিক মল্লিক জানান, প্রায় প্রতি বছরই মেহেরপুরের লিচুর পাইকারি ব্যবসা করি। মেহেরপুরের লিচু দেশের বরিশাল,ভোলা,বরগুনা, চ্পাাইনবাবগঞ্জ,খুলনাসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করি। যখনই ক্রেতারা জানতে পারে আড়তে মেহেরপুরের লিচু এসেছে তখনই দেখা যায় ক্রেতাদের ভিড়। অনেকেই আমাকে অগ্রীম টাকা দিয়ে থাকেন মেহেরপুরের লিচ কেনার জন্য। ব্যবসা শুরু থেকে মেহেরপুরের লিচু আমাকে লাভের মুখ দেখিয়েছে।

মেহেরপুরের লিচু দেখতে সুন্দর ও খেতেও সুস্বাদু তাই ব্যবসা করে প্রশান্তি আসে। অর্থ নৈতিকভাবে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে মেহেরপুরের লিচু আবাদে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার জানান, মেহেরপুরে ৮০ ভাগ বাগানে আটি লিচু চাষ হয়। এ লিচুর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে- আটি মোজাফ্ফর জাতের লিচু আগাম পাকে। সংখ্যায় বেশি ধরে। পোকার আক্রমণ কম হয়। ফলের ৭০ ভাগই রসালো।এছাড়াও চায়না-৩ জাতের লিচু অনেক মোটা হয় । বর্তমান বাজারেও এর দাম বেশি। তবে এ লিচু পাকতে একটু সময় বেশি লাগে।

জেলায় এ বছর ৬৯০ হেক্টর জমিতে প্রায় ৪শ মেট্রিকটন লিচু উৎপাদন লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ থেকে ৩২ কোটি টাকা। লিচুর মুকুল হওয়ার সময় থেকে এপর্যন্ত চাষিদের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আসছি। বৈরী আবহাওয়াতেও মেহেরপুর জেলায় লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। দামও ভাল পাচ্ছে বাগান মালিকরা। তবে মেহেরপুরের আমের যেমন খ্যাতি ছড়িয়েছে দেশ বিদেশে তেমনি ভাবে লিচুর খ্যাতি রয়েছে। আগােমিত আম রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগযোগ করে লিচু রপ্তানির ব্যবস্থা করা চেষ্টা করা হবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

গাংনীতে মদ ও গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে ডিবি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৭ বোতল মদ ও এক কেজি গাঁজাসহ ইকরামুল হক নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গ্রেফতারকৃত ইকরামুল হক ওই গ্রামের বাগানপাড়ার ইকতার আলী ছেলে। গতকাল শুক্রবার (১৯ মে) বিকালের দিকে ডিবির এসআই আশরাফুলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে এসআই কাহী মহসিন, এএসআই নো: হেলাল উদ্দিন অংশ নেন।এসময় তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাত বোতল মদ ও এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

১০ দফা দাবি আদায়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তিসহ ১০ দফা দাবি আদায়, গায়েবি মামলায় নির্বিচারে গ্রেফতার, মিথা মামলা ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছে জেলা বিএনপি।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বি’এন’পির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক এমপি ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায়

বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যড. জয়নাল আবেদিন। বিশেষ বক্তা ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতু, যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ হাসান বিজনসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, এদেশের জনগন এখন আর আওয়ামীলীগের সাথে নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অধীনস্থ আদালত ও পুলিশ এখন আর মানেনা। মেহেরপুর হ সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে পদযাত্রা করে সরকারের পতন ঘটানো হবে। ২০১৮ সালের মত নির্বাচন এ দেশে আর হবে না, জনগনই প্রতিহত করবে। আর তারেক রহমান রাজার বেশে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন,’জনগনের সংগ্রাম শুরু হয়েছে আজকের এই ১৯ তারিখে। লড়ায়ের মধ্য দিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে এই সরকারের পতন ঘটানো হবে।’

গাংনীতে চিরকুট লিখে বন্ধুর বাড়িতে যুবকের আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বেতবাড়ীয়া গ্রামে স্ত্রী-বাবা ও মায়ের উপর অভিমানে চিরকুট লিখে বন্ধুর বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন সাইদুল ইসলাম (২০) নামের এক যুবক। যুবক সাইদুল বেতবাড়ীয়া গ্রামের রিফুজীপাড়ার শাহিন আলীর ছেলে।

শুক্রবার সকালের দিকে বেতবাড়ীয়া গ্রামের পূর্বপাড়ার বন্ধু পারভেজ আলীর ঘরের আড়ার সাথে গলায় রশি পেঁচানো সাইদুলের মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সিহালা গ্রামের

ইকবাল হোসেনের মেয়ে ফাতেহা খাতুনের সাথে প্রেমেজ সম্পর্কের সূত্র ধরে এক বছর আগে বিয়ে হয় সাইদুলের। সাইদুল ঢাকার একটি কোম্পানীতে চাকরী করে আসছিলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে (আগে) ছুটিতে বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে শুনেন স্ত্রী ফাতেহা তাকে তালাক দিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন। এনিয়ে অভিমানে সাইদুল তার বাবা- মায়ের সাথে অসদাচরণ করেন। এক পর্যায়ে সে বাবা-মায়ের উপর অভিমানে বন্ধু একই গ্রামের পারভেজ আলীর বাড়িতে আশ্রয় নেন।

বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খাওয়ার পর সাইদুল তার বন্ধু পাভেজ এর বাড়িতে শুয়ে পড়েন। বন্ধুর পারভেজ ঘুমিয়ে গেলে,সাইদুল ওই ঘরের আড়ার সাথে গলায় রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে পারভেজ দেখেন সাইদুলের মরদেহ ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে পুলিশকে খবর দেয়া হয়।

এদিকে আত্মহত্যার আগে সাইদুল একটি চিরকুট লিখেছেন। তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয় এমন কথা লিখেছেন চিরকুটে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যা।

মুজিবনগরে থানা পুলিশের অভিযানে ৮ জন আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে থানা পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত ৮ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এদের মধ্যে এস সি ২২/২২ ভবানীপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলাম, জিআর ৬৯/২০ আনন্দবাস গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে হিলটন আলী, জি আর ১৫/২০, বাগোয়ান গ্রামের আব্দুল হান্নান খানের ছেলে মনিরুল ইসলাম ওরফে ময়না, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মৃত মুরাদের ছেলে মোহাম্মদ আলী, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের

মোহাম্মদের ছেলে সাইফুল ইসলাম, সি আর ১১৯ /২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন, সি আর ১১৯/ ২০ কোমরপুর গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম এবং মুজিবনগর থানার নং-৮ মামলার এজাহারভুক্ত আসামী মহাজনপুর গ্রামের খেদের আলীর ছেলে রহিদুল ইসলাম গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশের একাধিক টিম।

গ্রেফতার কৃত আসামিদের শুক্রবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ২ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তসরুপ

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর দর্গাতলা মাঠে সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের মৃত ফকির মহাম্মদ বিশ্বাস এর ছেলে জোয়াদ আলীর ২ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তসরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় এ সমস্ত কলাগাছ কেটে দেওয়া হয়েছে এবং এতে তার ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জানান চাষী জোয়াদ আলী।

তিনি জানান উক্ত জমি নিয়ে উপজেলার বাবুপুর গ্রামের মৃত ছয়রদ্দীন এর ছেলে আজাদ, মোনাজাত, আজগর আলী, কামাল হোসেন, তাহাজ আলীদের সাথে বিরোধ আছে তারাই আমার কলা গাছ গুলো কেটে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমার জমি জোর পুর্বক দখল করতে চাই।

গত কয়েকদিন আগে ওই জমির ১০/১২ টি কলাগাছ কেটে দেয় তারা এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। আজকে মুজিবনগর থানায় বসার কথা ছিল বলে তিনি জানান।

কলা গাছ কাটার বিষয়ে পরিবারের সবার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তিনি জানান।

দুই বিঘা জমির কলাগাছ কেটে তো তছরুপ করার বিষয়ে অভিযুক্তদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, জমি নিয়ে জোয়াদ আলীর সাথে তাদের বিরোধ চলছে এবং এই জমি আমাদের। কোন কাগজপত্র না থাকার

পরেও জোয়াদ আলী জোরপূর্বক জমি দখল করে আছে কিন্তু আমরা এত পাষন্ড নয় যে আমরা একটা ফলন্ত ফসল কেটে দেব। এ কলা গাছ কাটার বিষয়ে আমরা কিছুই জানিনা আমাদের নামে জোয়াদ আলী যে অভিযোগ দিয়েছে তার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, দুই বিঘা জমির কলা গাছ কাটার বিষয়ে আমার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ আসলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সেই রুপার বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইনে মামলা

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অবমাননা করায় মেহেরপুর শহরের বির্তকিত নারী নিলুফার ইয়াসমিন রুপার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আ্ইনে আদালতে মামলা দায়ের করেছে আতাউর রহমানের নামের এক ব্যক্তি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে ১৪১/১৪২/১৪৯/২২৪/৪১৬/৪১৯/তৎসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২১(ক) ধারায় নিলুফার ইয়াসমিন রুপার বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেন তিনি।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে দূর্দান্ত প্রকৃতির প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য উল্লেখ করে তিনি মামলায় লেখেন, রুপা দেহ ব্যবসায়ীর সাথে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায়। নিরিহ ব্যক্তিদের ব্লাকমেল করে নগ্ন ছবি তুলে মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকেন।

নিলুফার ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে অপকর্মের বিষয় প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে। যার মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৩২, তারিখ ২/১১/২২ ইং, জিআর মামলা নং ৪২৯/২২ ধারা ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬/পিসি তৎসহ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে ৮(১), ৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ।

আতাউর রহমান তার মামলায় আরো অভিযোগ করেন, আসামি নিলুফার ইয়াসমিন মেহেরপুর শহরে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়াই। নিরিহ মানুষদের ফাঁদে ফেলে টাকা পয়সা আদায় করে থাকে।
আসামির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলা (জিআর ৪২৯/২২ মামলা) থেকে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য নিজে মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সদস্য না হয়েও মামলার বিচার কার্যক্রম ব্যাঘাত করার জন্য ও পুলিশ প্রশাসনকে চাপে রাখার জন্য আসামি বেআইনিভাবে মানববন্ধন করেছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ও মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে ঘটনার তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বেআইনি সমাবেশ করে বক্তব্য রাখেন। এ ধরনের বেআইনি সমাবেশ ও বক্তব্য রাখায় আওয়ামীলীগের আমার ও স্বাক্ষীসহ জনগণের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

তিনি লেখেন, নিলুফার ইয়াসমিন আওয়ামীলীগের কোনো বা বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের কোনো সদস্য বা কর্মি নন। তারপরেও অপরের রুপ ধারণ করে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকলীগের মিথ্যা সদস্য দাবী করে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে বেআইনি সমাবেশ করে আওয়ামীলীগের ভাবমূর্তি খুন্নু করেছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং প্রধান মন্ত্রীর ছবি সঠিক স্থানে প্রতিস্থাপন না করে যত্রতত্র ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধ চারণ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিধান লংঘন করেছেন।
এ

সময় বাদী পক্ষের আইনজীবি সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা গত ১১/০৫/২৩ ইং তারিখ বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভিতরে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের ব্যানারে মানববন্ধন করেন। এসময় দেখা যায় তার পোস্টারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নিলুফার ইয়াসমিন রুপার ছবির নিচে রয়েছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যম ফেসবুকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

মেহেরপুরে পরিবেশ অধিদপ্তরকে আদালতের স্বপ্রণোদিত আদেশ

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য মতে মেহেরপুর জেলায় মোট ৯৩ টি ইটভাটা আছে। এর মধ্যে একটি বাদে সবগুলো ইটভাটা অবৈধ। বছরের পর বছর এটা নিয়ে সংবাদ প্রচারিত হলেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। গত ১৭ মে, ২০২৩ খ্রি তারিখ দৈনিক কালের কন্ঠ ১১ মে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ করাতকল, গাছ উজার” শিরোনামে একটি সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদটি মেহেরপুর পরিবেশ সংক্রান্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এর নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, প্রকাশিত সংবাদ দৃষ্টে ৯৩ টির মধ্যে একটি ব্যতীত সকল ইটভাটা অবৈধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং আবাসিক এলাকা ও আবাদী কৃষি জমির পাশে ইট ভাটা স্থাপন, কৃষি জমির উর্বর মাটি দিয়ে ইট প্রস্তুত, এমনকি প্রকাশ্যে ইট ভাটার মধ্যে নিষিদ্ধ করাত কল স্থাপন করে বেআইনিভাবে কয়লার পরিবর্তে গাছ-কাঠা দিয়ে ইট পোড়ানো হচ্ছে মর্মে দেখা যায়।

এমতাবস্থায়, উক্ত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯, সহ পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ও ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালার সুস্পষ্ট লংঘন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আদালত তার আদশে আরও উল্লেখ করেন যে, মেহেরপুর একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। এই জেলায় প্রচুর পরিমান শাক-সব্জি, ফল-মূল এবং ফসল উৎপাদিত হয়। আবাসিক এবং ফসলী জমির পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ইট ভাটার কারনে শুধু যে সাধারন মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয় বরং কৃষি ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা

দিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত এবিষয়ে বিভিন্ন গনমাধ্যমে লেখালেখি এবং আলোচনা সমালোচনা হলেও প্রশাসন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তর কোন দৃশ্যমান ও কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেনি মর্মে আদালতের গোচরীভূত হয়েছে।

এমনকি আদালত হতে পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে ইতিপূর্বে অবৈধ এবং পরিবেশের দূষণকারী ইটভাটাসমূহের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান সত্বেও অদ্যাবধি কোন ইটভাটা বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। আদালতের আদেশের পর কয়েকটি ভাটায় অভিযান পরিচালনা করে সামান্য জরিমানার করা হলেও কঠোর ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। আদালতের আদেশের পর কয়েকটি ভাটায় অভিযান পরিচালনা করে সামান্য জরিমানার করা হলেও কঠোর ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি মর্মে দেখা যায়। ফলে জরিমানা পরিশোধ করে পুনরায় সেসকল ভাটা আইনের বিধান লংঘন করে পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার উপপরিচালকের স্বীকৃতমতেই মেহেরপুরের একটি ব্যতীত সকল ইট ভাটা অবৈধ। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এবং সরকার পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহন করেছে। পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য সরকার পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ সহ অনেকগুলো বিশেষ আইন ও বিধি প্রনয়ন করেছে। উক্ত আইনের ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে।

অধিদপ্তরকে পরিবেশ সংরক্ষন, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও প্রশমনের গুরুত্বপুরন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে।

সরকার উক্ত আইন ও বিধি সমূহ লংঘনের ক্ষেত্রে কঠোর সাজার বিধান এবং দ্রুত বিচারের নিমিত্ত পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ প্রনয়ন করেছে। উক্ত আইন দ্বারা পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধ দ্রুত বিচারের জন্য পরিবেশ আদালত এবং স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ বিগত ২৩ বছরে মেহেরপুরের পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি মর্মে আদালত তার পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন।

ইতিপূর্বে আদালতের নির্দেশ এবং স্বীকৃতমতে প্রায় শতভাগ অবৈধ ইটভাটা থাকা সত্বেও কোন ইটভাটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করার ঘটনাটি বেশ বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়া জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর সব জেনেশুনেও অবৈধ প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করার ঘটনাটি স্পস্টতই দায়িত্ব অবহেলা বলে আদালত অভিমত প্রদান করেন।

বিধায় জনস্বার্থে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ১৯০ (১) (গ) অনুযায়ী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি বিবেচনায় নিয়ে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে এ বিষয়ে তদন্ত ও উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আগামী ১ জুন আদালতে হাজির হয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে আদালত।

গাংনী উপজেলা চোরাচালান ও আইনশৃংখলা বিষয়ক মিটিং অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা চোরাচালান ও আইনশৃংখলা বিষয়ক মাসিক মিটিং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় এই মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক মিটিং এ প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চোরাচালান ও মাসিক আইনশৃংখলা বিষয়ক কমিটির সদস্য গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির আহম্নীমেদ শামীম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল

অফিসার (আরএমও) আবদুল্লাহ আল মারুফ, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা ও গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান আতু, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, কাথুলি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি শাওন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ লিংকন, সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দোলা রেজা, সিনিয়র সাংবাদিক সাহাজুল সাজু, ফারুক আহম্মেদ, আবু সাইদ প্রমুখ।

এসময় বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তা, সীমান্তরক্ষি বাহিনীর সদস্য ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।